Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

অমুসলিমদের অপতৎপরতা ও আমাদের করনিয়

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আনতার জাইমা

রোলঃ 227021721

৩০ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

IOM
Islamic Online Madrasah

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

অমুসলিমদের অপতৎপরতা ও আমাদের করনিয়

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আনতার জাইমা

রোলঃ 227021721

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " অমুসলিমদের অপতৎপরতা ও আমাদের করনিয় " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে অমুসলিমদের অপতৎপরতা ও আমাদের করনিয়, আইডিঃ 227021721 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

এক্সটারনালঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " অমুসলিমদের অপতৎপরতা ও আমাদের করনিয় " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: শারাফাত কারীম উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

আনতার জাইমা

আইডিঃ 227021721

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

৩০ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

সূচিপত্র

অমুসলিমদের অপতৎপরতা ও আমাদের করণীয় 5

ভূমিকা: 5

অমুসলিমদের অপতৎপরতার প্রেক্ষাপট 5

ইসলামের বিরোধিতা: 5

ষড়যন্ত্র ও মিথ্যাচার: 6

অমুসলিমদের অপতৎপরতার প্রকৃতি 7

১.ইসলামের বিরুদ্ধে খ্রিস্টান মিশনারীদের অপতৎপরতা 8

খ্রিস্টান মিশনারিদের অপতৎপরতার ইতিহাস ও প্রেক্ষাপট 8

খ্রিস্টান মিশনারিদের অপতৎপরতার কৌশল 9

১.১. ধর্মীয় বিভ্রান্তি সৃষ্টি 9

১.২. মুসলিমদের ধর্মান্তরিত করার চেষ্টা 9

১.৩. ইসলামের সুনাম ক্ষুণ্ন করা 10

১.৪. মুসলিম সমাজে বিভক্তি সৃষ্টি 10

২.মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের অপতৎপরতা: 10

কাদিয়ানী সম্প্রদায়: ইতিহাস ও প্রেক্ষাপট 11

ইসলামের সঙ্গে বিরোধ: 11

ব্রিটিশ সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা: 11

কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের অপতৎপরতার ধরন 12

২.১. মুসলিম আকিদায় বিভ্রান্তি সৃষ্টি 12

২.২. ইসলামের মৌলিক বিষয় বিকৃত করা 12

২.৩. মুসলিম সমাজে বিভক্তি সৃষ্টি 12

২.৪. ইসলামবিরোধী শক্তির সহযোগী হওয়া 13

২.৫.মুসলিমদের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রে অংশগ্রহণ 13

৩.নাস্তিক্যবাদি অপতৎপরতা 13

নাস্তিক্যবাদের সংজ্ঞা এবং এর প্রচারণার ধরণ........ 14

নাস্তিক্যবাদের সংজ্ঞা........ 14

নাস্তিকদের প্রচারণার প্রধান মাধ্যম........ 14

নাস্তিক্যবাদিদের অপতৎপরতার প্রকৃতি 15

৩.১. ইসলামের বিরুদ্ধে অপপ্রচার 15

৩.২. সামাজিক বিভ্রান্তি সৃষ্টি 15

৩.৩ ইসলামকে সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে যুক্ত করা 15

৩.৪ মুসলিম যুবসমাজকে ধর্ম থেকে বিচ্যুত করা 16

৪. মুসলিমদের করণীয়........ 16

৪.১ আত্মিক শক্তি বৃদ্ধি........ 17

৪.২. ঐক্য প্রতিষ্ঠা........ 17

৪.৩.ইসলামের সঠিক শিক্ষা প্রচার করা........ 18

৪.৪. নৈতিকতা বৃদ্ধি:........ 18

৪.৫.জ্ঞান অর্জন........ 19

৪.৬.দাওয়াহ কার্যক্রম চালানো 19

৪.৭.কাদিয়ানীদের ইসলামি সমাজ থেকে পৃথক করা 20

৪.৮. বিজ্ঞান এবং ধর্মের সমন্বয় প্রচেষ্টা........ 20

৪.৯. নাস্তিকদের ভুল ধারণার জবাব দেওয়া........ 20

৪.১০.আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ 21

৪.১১.অর্থনৈতিক শক্তি বৃদ্ধি 21

৪.১২.প্রযুক্তিগত উন্নয়ন 21

৪.১৩.গণমাধ্যমে সক্রিয়তা 21

৪.১৪. কূটনৈতিক প্রচেষ্টা........ 22

৪.১৫.সামাজিক ও মানবিক কাজ 22

৪.১৬.সক্রিয় প্রতিরোধ গড়ে তোলা 22

উপসংহার 23

তথ্যসূত্র: 24

অমুসলিমদের অপতৎপরতা ও আমাদের করণীয়

ভূমিকা:

ইসলাম শান্তি, মানবাধিকার এবং ন্যায়বিচারের ধর্ম। তবে ইতিহাস সাক্ষী যে, বিভিন্ন সময়ে অমুসলিমদের একটি অংশ ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন রকম ষড়যন্ত্র এবং অপতৎপরতা চালিয়ে এসেছে। বর্তমান বিশ্বে এ অপতৎপরতা কখনো রাজনৈতিক, কখনো অর্থনৈতিক, আবার কখনো সাংস্কৃতিক বা সামরিক রূপে প্রকাশ পাচ্ছে। এই প্রেক্ষাপটে মুসলিমদের করণীয় হলো ইসলামি শিক্ষা, প্রজ্ঞা, এবং ঐক্যের মাধ্যমে এই চ্যালেঞ্জগুলোকে মোকাবিলা করা।

অমুসলিমদের অপতৎপরতার প্রেক্ষাপট

ইতিহাস সাক্ষী যে, বিভিন্ন যুগে অমুসলিম সম্প্রদায় ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে। কুরআনে এবং হাদিসে এই বিষয়টি নিয়ে বারবার সতর্ক করা হয়েছে।

কুরআনের নির্দেশনা:

ইসলামের বিরোধিতা:

আল্লাহ তাআলা বলেন:

> "তারা কখনো তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হবে না, যতক্ষণ না তুমি তাদের ধর্মের অনুসারী হও।"
(সূরা আল-বাকারা: ১২০)

ষড়যন্ত্র ও মিথ্যাচার:

> "আর কুফরির লোকেরা তাদের চক্রান্ত করছে, আর আল্লাহও তাদের চক্রান্ত নস্যাৎ করছেন। আল্লাহ সর্বোত্তম চক্রান্তকারী।"
(সূরা আল-ইমরান: ৫৪)

হাদিসের নির্দেশনা:

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

> "তোমাদের ওপর এমন এক সময় আসবে যখন অন্য জাতিগুলো তোমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে, যেমন ক্ষুধার্ত লোকেরা খাবারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।"
(আবু দাউদ: ৪২৯৭)

অমুসলিমদের অপতৎপরতার প্রকৃতি

অমুসলিমদের অপতৎপরতা বিভিন্ন রূপে প্রকাশিত হয়, যেমন:

সাংস্কৃতিক আগ্রাসন: ইসলামী সংস্কৃতি ধ্বংস করে পশ্চিমা সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা।

অর্থনৈতিক শোষণ: মুসলিম দেশগুলোর সম্পদ লুণ্ঠন ও দরিদ্র করে রাখা।

রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র: মুসলিম বিশ্বের নেতৃত্বকে বিভক্ত করে তাদের মধ্যে অস্থিরতা সৃষ্টি করা।

সামরিক আগ্রাসন: মুসলিম দেশগুলোতে যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়া।

মিডিয়ার প্রোপাগান্ডা: ইসলামের নামে সন্ত্রাসবাদ প্রচার করা এবং মুসলিমদের সন্ত্রাসী হিসেবে চিত্রায়িত করা।

১.ইসলামের বিরুদ্ধে খ্রিস্টান মিশনারীদের অপতৎপরতা

খ্রিস্টান মিশনারিদের অপতৎপরতার ইতিহাস ও প্রেক্ষাপট

খ্রিস্টান মিশনারিদের ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের মূল সূত্রপাত হয় মধ্যযুগে। ক্রুসেড যুদ্ধ এবং এর পরবর্তী সময়ে তারা মুসলিমদের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়াতে সক্রিয় হয়ে ওঠে।

ক্রুসেড যুদ্ধ: **১১**শ থেকে **১৩**শ শতাব্দী পর্যন্ত খ্রিস্টানরা ইসলামের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান পরিচালনা করে।

ঔপনিবেশিক যুগ: ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শক্তির অধীনে মিশনারিরা মুসলিম অঞ্চলগুলোতে শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা এবং দাতব্য কাজের আড়ালে ধর্মান্তরিত করার অপতৎপরতা চালায়।

খ্রিস্টান মিশনারিদের অপতৎপরতার কৌশল

১.১. ধর্মীয় বিভ্রান্তি সৃষ্টি

ইসলামের শিক্ষা নিয়ে ভুল ব্যাখ্যা প্রদান।

নবী মুহাম্মদ (সা.) সম্পর্কে মিথ্যা প্রচার।

কুরআনের ভুল ব্যাখ্যা করে সন্দেহ সৃষ্টি।
আল্লাহ বলেন:

> "তারা চায় তোমাদের পথভ্রষ্ট করতে, অথচ তারা নিজেরাই পথভ্রষ্ট।" (সূরা আন-নিসা: ৮৮)

১.২. মুসলিমদের ধর্মান্তরিত করার চেষ্টা

দারিদ্র্যপীড়িত অঞ্চলগুলোতে অর্থ, শিক্ষা এবং চিকিৎসা সহায়তার মাধ্যমে মানুষকে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণে প্রলুব্ধ করা।

সমাজে ধর্মীয় দুর্বলতাকে কাজে লাগানো।

১.৩. ইসলামের সুনাম ক্ষুণ্ন করা

মিডিয়া এবং প্রকাশনার মাধ্যমে ইসলামকে সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে যুক্ত করা।

মুসলিম দেশগুলোর নেতাদের দুর্নীতিগ্রস্ত এবং অদক্ষ হিসেবে চিত্রায়িত করা।

১.৪. মুসলিম সমাজে বিভক্তি সৃষ্টি

মুসলিমদের শিয়া-সুন্নি বিভাজনকে উসকে দেওয়া।

স্থানীয় সংস্কৃতিকে ইসলামি সংস্কৃতির সঙ্গে সংঘাতে নিয়ে আসা।

২.মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের অপতৎপরতা:

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ ধর্ম এবং শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মাধ্যমে এটি পরিপূর্ণ হয়েছে। কিন্তু ইতিহাসে বিভিন্ন সময়ে ইসলামের বিরুদ্ধে বিভ্রান্তিকর আন্দোলন ও ষড়যন্ত্র দেখা গেছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি হলো কাদিয়ানী সম্প্রদায়, যারা নিজেদের মুসলিম বলে পরিচয় দিলেও ইসলামের মৌলিক বিশ্বাসকে বিকৃত করেছে। এ সম্প্রদায় মুসলিমদের ভেতরে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে এবং ইসলামবিরোধী অপতৎপরতায় লিপ্ত থাকে।

কাদিয়ানী সম্প্রদায়: ইতিহাস ও প্রেক্ষাপট

কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ১৮৮৯ সালে ব্রিটিশ শাসিত ভারতে। এর প্রতিষ্ঠাতা মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানি নিজেকে নবী, মসীহ এবং মাহদি হিসেবে দাবি করেন। এটি ইসলামের আকিদার সঙ্গে সরাসরি বিরোধপূর্ণ, কারণ ইসলাম অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ (সা.) সর্বশেষ নবী।

ইসলামের সঙ্গে বিরোধ:

কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের দাবি ইসলামের মূল বিশ্বাসের বিরুদ্ধে।
আল্লাহ বলেন:

> "মুহাম্মদ (সা.) তোমাদের মধ্যে একজন পুরুষের পিতা নন, কিন্তু তিনি আল্লাহর রাসূল এবং নবীদের শেষ।"
(সূরা আল-আহযাব: ৪০)

ব্রিটিশ সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা:

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের সময় এই সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং ব্রিটিশ সরকার তাদের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিল মুসলিমদের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টির উদ্দেশ্যে।

কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের অপতৎপরতার ধরন

২.১. মুসলিম আকিদায় বিভ্রান্তি সৃষ্টি

কাদিয়ানীরা মির্জা গুলাম আহমদকে নবী হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য ইসলামের মূল আকিদা বিকৃত করে।

মুসলিমদের নবুওয়াত এবং রিসালাতের ধারণা নিয়ে বিভ্রান্ত করে।

২.২. ইসলামের মৌলিক বিষয় বিকৃত করা

কাদিয়ানীরা হজ, রোজা, সালাত এবং অন্যান্য ইবাদতের বিধানকে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করে।

জিহাদের ধারণাকে বাতিল বলে প্রচার করে, যা মুসলিমদের দুর্বল করার একটি কৌশল।

২.৩. মুসলিম সমাজে বিভক্তি সৃষ্টি

মুসলিমদের ভেতরে নিজেদের মুসলিম পরিচয় দিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা।

মুসলিমদের শিয়া-সুন্নি, আহলে হাদিস, এবং অন্যান্য মাজহাবের বিভাজনকে উসকে দেওয়া।

২.৪. ইসলামবিরোধী শক্তির সহযোগী হওয়া

কাদিয়ানী সম্প্রদায় ইসলামের শত্রুদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে মুসলিমদের ক্ষতি করার প্রচেষ্টা চালায়।

বিভিন্ন দেশে মুসলিমদের বিরুদ্ধে প্রোপাগান্ডা চালায়।

২.৫.মুসলিমদের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রে অংশগ্রহণ

মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলোতে কাদিয়ানী সম্প্রদায় নিজেদের অধিকার দাবি করে মুসলিমদের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে।

ইসলামবিরোধী প্রচারণায় আন্তর্জাতিক শক্তির সঙ্গে কাজ করে।

৩.নাস্তিক্যবাদি অপতৎপরতা

নাস্তিক্যবাদ বা অজ্ঞেয়বাদ এমন একটি বিশ্বাসব্যবস্থা যেখানে স্রষ্টার অস্তিত্বকে অস্বীকার করা হয় বা প্রশ্নবিদ্ধ করা হয়। বর্তমান যুগে নাস্তিক্যবাদিরা তাদের প্রচারণা এবং কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে ধর্ম, বিশেষ করে ইসলাম, সম্পর্কে ভুল ধারণা সৃষ্টি করছে। তাদের অপতৎপরতা শুধু ব্যক্তিগত বিশ্বাসের স্তরে সীমাবদ্ধ নয়; বরং এটি সামাজিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক বিভিন্ন পর্যায়ে বিস্তৃত।

নাস্তিক্যবাদের সংজ্ঞা এবং এর প্রচারণার ধরণ

নাস্তিক্যবাদের সংজ্ঞা

নাস্তিক্যবাদ হলো এমন একটি মতবাদ যা ঈশ্বর বা সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বকে অস্বীকার করে। এটি ধর্মীয় মূল্যবোধ এবং আধ্যাত্মিক বিশ্বাসের বিরোধিতা করে।

নাস্তিকদের প্রচারণার প্রধান মাধ্যম

মিডিয়া ও প্রযুক্তি:
নাস্তিকরা সোশ্যাল মিডিয়া, বই, সিনেমা এবং বিজ্ঞানকে ব্যবহার করে তাদের মতবাদ প্রচার করে।

ধর্মবিরোধী যুক্তি:
ধর্মীয় গ্রন্থের ভুল ব্যাখ্যা এবং বিজ্ঞানের নামে ধর্মকে অস্বীকার করা।

উপহাস ও প্রোপাগান্ডা:
ইসলামের মৌলিক বিষয় যেমন কুরআন, রাসূল (সা.), এবং শারিয়াহকে উপহাস করা।

নাস্তিক্যবাদিদের অপতৎপরতার প্রকৃতি

৩.১. ইসলামের বিরুদ্ধে অপপ্রচার

কুরআন এবং হাদিসের আয়াত নিয়ে ভুল ব্যাখ্যা প্রদান।

নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবন এবং ইসলামের ইতিহাস বিকৃতভাবে উপস্থাপন। আল্লাহ বলেন:

> "তারা তাদের মুখের ফুঁ দিয়ে আল্লাহর নূর নিভিয়ে দিতে চায়। কিন্তু আল্লাহ তাঁর নূর সম্পূর্ণ করবেন, যদিও কাফিররা তা অপছন্দ করে।"
(সূরা আস-সফ: ৮)

৩.২. সামাজিক বিভ্রান্তি সৃষ্টি

ধর্মকে অপমান করে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে নৈতিক বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা।

পরিবার ও সমাজে ধর্মীয় শিক্ষা ও অনুশীলনের প্রতি বিরাগ সৃষ্টি।

৩.৩ ইসলামকে সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে যুক্ত করা

ইসলাম এবং সন্ত্রাসবাদকে এক করে বিশ্বব্যাপী ভুল ধারণা তৈরি করা।

মুসলিমদেরকে পশ্চাৎপদ ও অনুন্নত বলে উপস্থাপন করা।

৩.৪ মুসলিম যুবসমাজকে ধর্ম থেকে বিচ্যুত করা

বিজ্ঞান এবং আধুনিকতার নামে ইসলামের প্রতি তরুণ প্রজন্মের আস্থা দুর্বল করা।

ধর্মীয় শিক্ষার বিকল্প হিসেবে নৈতিকতাবিহীন জীবনযাপনের প্রচার ও
কুরআন এবং হাদিসের সঠিক ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা।

তরুণ প্রজন্মকে ইসলামি শিক্ষা সম্পর্কে সচেতন করা।
আল্লাহ বলেন:

> "তোমরা কল্যাণের দিকে আহ্বান করো, সৎকাজের আদেশ দাও এবং অসৎকাজ থেকে বিরত রাখো।"
(সূরা আলে ইমরান: ১০৪)

৪. মুসলিমদের করণীয়

কুরআন এবং হাদীস মুসলিমদের দিকনির্দেশনা প্রদান করেছে কিভাবে এই অপতৎপরতা রোধ করা যায়।
অমুসলিমদের অপতৎপরতা রোধে মুসলমানদের দায়িত্ববোধ এবং করণীয়কে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে ভাগ করা যায়।

৪.১ আত্মিক শক্তি বৃদ্ধি

আল্লাহর প্রতি তাওয়াক্কুল:

আল্লাহ বলেন:

> "যদি আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করেন, তবে কেউ তোমাদের পরাজিত করতে পারবে না।"

(সূরা আলে ইমরান: ১৬০)

তাকওয়া অবলম্বন:

আল্লাহ বলেন:

> "যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্য উত্তরণের পথ করে দেন।"

(সূরা আত- তালাক:২)

৪.২. ঐক্য প্রতিষ্ঠা

মুসলিমদের মাঝে মতপার্থক্য দূর করে উম্মাহর মধ্যে ঐক্য স্থাপন করতে হবে। বিভেদের চক্রান্ত মোকাবিলা করতে পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও ভ্রাতৃত্ব বজায় রাখা জরুরি।

বিভ্রান্তি এড়ানোর জন্য আলেমদের নেতৃত্ব মেনে চলা।সকল মাজহাব এবং গোষ্ঠীর মধ্যে ঐক্যের বার্তা প্রচার।মুসলিমদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত করা।

মুসলিমদের বিভক্তি দূর করে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।

আল্লাহ বলেন:

> "তোমরা সবাই আল্লাহর রজ্জু শক্ত করে ধরো এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।"
(সূরা আল-ইমরান: ১০৩)

৪.৩.ইসলামের সঠিক শিক্ষা প্রচার করা

মুসলিমদের কুরআন এবং সহীহ হাদিসের শিক্ষা সম্পর্কে সচেতন করতে হবে।

নবুওয়াতের ধারণা এবং রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর অবস্থান সম্পর্কে সঠিক ব্যাখ্যা প্রদান করতে হবে।
আল্লাহ বলেন:

> "তোমাদের প্রতি আজ তোমাদের ধর্ম সম্পূর্ণ করে দিলাম।"
(সূরা আল-মায়িদা: ৩)

৪.৪. নৈতিকতা বৃদ্ধি:

প্রতিটি মুসলমানকে নিজের চরিত্র উন্নত করতে হবে এবং ইসলামি মূল্যবোধ অনুসারে জীবনযাপন করতে হবে।

নিজের দায়িত্বশীলতা এবং আল্লাহর প্রতি আনুগত্য জাগ্রত রাখতে হবে।

৪.৫.জ্ঞান অর্জন

ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা এবং শান্তিপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরতে হবে।
মুসলিমদের বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং আধুনিক জ্ঞান অর্জন করতে হবে।
রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

> "জ্ঞান অর্জন করা প্রতিটি মুসলিম নর-নারীর জন্য ফরজ।"
(ইবনে মাজাহ: ২২৪)

৪.৬.দাওয়াহ কার্যক্রম চালানো

অমুসলিমদের ইসলামি শিক্ষা প্রচার করা।
আল্লাহ বলেন:

> "তোমাদের মধ্যে একটি দল থাকা উচিত যারা সৎকাজের আদেশ দেয় এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করে।"
(সূরা আলে ইমরান: ১০৪)

কাদিয়ানীদের ইসলামি আকিদায় ফিরিয়ে আনার জন্য দাওয়াহ প্রচেষ্টা চালানো।স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে দাওয়াহ প্রচার বৃদ্ধি করা।

নাস্তিকবাদিদের কাছে ইসলামের বার্তা পৌঁছে দেওয়া।
আল্লাহ বলেন:

> "হিকমত ও সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে তোমার প্রভুর পথে আহ্বান করো।"
(সূরা আন-নাহল: ১২৫)

আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ইসলামের সঠিক বার্তা প্রচার করা।

৪.৭.কাদিয়ানীদের ইসলামি সমাজ থেকে পৃথক করা

কাদিয়ানী সম্প্রদায়কে মুসলিম সমাজ থেকে আলাদা করতে হবে।

মুসলিম দেশে তাদের কার্যক্রম নিষিদ্ধ করতে হবে।

৪.৮. বিজ্ঞান এবং ধর্মের সমন্বয় প্রচেষ্টা

ইসলামের বিজ্ঞানসম্মত দিক তুলে ধরা।

কুরআনের আয়াত এবং আধুনিক বিজ্ঞানের মেলবন্ধন প্রদর্শন করা।
রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

> "জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের ওপর ফরজ।" (ইবনে মাজাহ: ২২৪)

৪.৯. নাস্তিকদের ভুল ধারণার জবাব দেওয়া

ইসলামের বিরুদ্ধে ওঠা অপপ্রচারের যুক্তিসম্মত জবাব প্রদান।

আলেম এবং ইসলামিক স্কলারদের মাধ্যমে বিতর্ক এবং আলোচনা পরিচালনা।

৪.১০.আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ

মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলোতে কাদিয়ানীদের ইসলামি পরিচয় ব্যবহার নিষিদ্ধ করা।

তাদের অপতৎপরতা ঠেকানোর জন্য রাষ্ট্রের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

৪.১১.অর্থনৈতিক শক্তি বৃদ্ধি

মুসলিম দেশগুলোকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হতে হবে।

মুসলিমদের উচিত নিজেদের সম্পদ রক্ষা করা এবং তা সঠিকভাবে ব্যবহার করা।

৪.১২.প্রযুক্তিগত উন্নয়ন

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে মুসলিম উম্মাহকে অগ্রগামী হতে হবে।

প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় উন্নতি ঘটাতে হবে, যাতে কোনো ধরনের আগ্রাসন মোকাবিলা করা সম্ভব হয়।

৪.১৩.গণমাধ্যমে সক্রিয়তা

অমুসলিমদের অপপ্রচার রোধে মুসলিমদের নিজেদের মিডিয়া প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

সত্য তথ্য এবং ইসলামি মূল্যবোধ প্রচারের জন্য সংবাদ মাধ্যমকে শক্তিশালী করতে হবে।

নাস্তিকদের অপপ্রচার মোকাবিলায় ইসলামিক চ্যানেল এবং সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম প্রতিষ্ঠা।

ইসলামের সঠিক বার্তা ছড়িয়ে দিতে প্রযুক্তির ব্যবহার করতে হবে।

৪.১৪. কূটনৈতিক প্রচেষ্টা

আন্তর্জাতিক অঙ্গনে মুসলিমদের সঠিক প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে হবে।

অমুসলিম রাষ্ট্রের নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনা করে তাদের অপতৎপরতা বন্ধের চেষ্টা করতে হবে।

৪.১৫.সামাজিক ও মানবিক কাজ

দারিদ্র্য দূরীকরণ, শিক্ষা, চিকিৎসা এবং মানবিক সহায়তায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে।

এসব কাজের মাধ্যমে ইসলাম সম্পর্কে ইতিবাচক ধারণা তৈরি করা সম্ভব।

৪.১৬.সক্রিয় প্রতিরোধ গড়ে তোলা

যদি সরাসরি আক্রমণ বা ষড়যন্ত্র হয়, তাহলে ন্যায়সঙ্গত উপায়ে তা প্রতিহত করতে হবে।

ইসলামের বিধান অনুসারে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালী করতে হবে।

> "তোমরা তাদের বিরুদ্ধে সামর্থ্য অনুযায়ী শক্তি ও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও।"
(সূরা আল-আনফাল: ৬০)

উপসংহার

অমুসলিমদের অপতৎপরতা রোধে মুসলমানদের করণীয় অনেক এবং তা বাস্তবায়নের জন্য ঐক্য, সচেতনতা, এবং ইসলামি মূল্যবোধ অনুসরণ জরুরি। ইসলামের সঠিক শিক্ষা এবং নৈতিকতার মাধ্যমে মুসলমানরা বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং নিজেদের সুরক্ষা করতে সক্ষম হবে। এজন্য প্রয়োজন নিজেদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হওয়া এবং আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আস্থা রাখা।

"নিশ্চয়ই যারা আল্লাহর পথে অবিচল থাকে, আল্লাহ তাদের সহায়তা করেন।" (সুরা মুহাম্মদ, আয়াত ৭)

তথ্যসূত্র:

১. আল-কুরআন
২. সহীহ হাদিস সংকলন
৩. ইসলামি ইতিহাসের বিভিন্ন গ্রন্থ